তারিখ ...30 MAR 1988...
পৃষ্ঠা... ৮ ...

দৈনিক সংবাদ

099

# চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

## তিন বৎসর মেয়াদী কৃষি ডিপ্লোমা কোর্স প্রসঙ্গে

সম্প্রতি তিন বৎসর মেয়াদী কৃষি ডিপ্লোমা কোর্স প্রবর্তনের ব্যাপারে কৃষি মন্ত্রণালয় মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট একটি প্রস্তাব পেশ করিয়াছেন যাহা নীতিগতভাবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি অনুমোদন করিয়াছেন। এই প্রস্তাবে কৃষি ডিপ্লোমা কোর্সের যে রূপরেখা বর্ণিত হইয়াছে আমরা তাহার কতিপয় দিকের সাথে দ্বিমত পোষণ করি। এই প্রস্তাবে মূলতঃ ডিপ্লোমা কোর্সের নামে দুই ধরনের কোর্স প্রবর্তনের কথা বলা হইয়াছে। প্রথম ক্ষেত্রে সরাসরি তিন বৎসর মেয়াদী কোর্সে কিছু ছাত্র যোগ্যতার ভিত্তিতে ভর্তি হইবে যাহারা কোন টাইপেণ্ড বা কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে চাকুরীর নিশ্চয়তা পাইবে না। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কিছু ছাত্র যাহারা কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের অধীনে কতিপয় নির্ধারিত পদে চাকুরী করার বণ্ড প্রদান সাপেক্ষে ভর্তি হইবে যাদেরকে বর্তমানে প্রচলিত ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া হইবে। এই শ্রেণীর ছাত্রগণ দুই বৎসর মেয়াদী কোর্স সমাপনান্তে পূর্বের প্রদত্ত বণ্ডে উল্লেখিত পদে পাঁচ বৎসর চাকুরী করিয়া যোগ্যতার ভিত্তিতে তৃতীয় বর্ষের কোর্সে ভর্তি হইবে এবং কোর্স সমাপনান্তে ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত হইবে। তৃতীয় বর্ষে পড়ার সময়ে সকলে নিয়মিত বেতন ভাতাদি পাইতে থাকিবে। এবং বিনা খরচে থাকা ও খাওয়া পাইবে। উক্ত প্রস্তাবে আরও বলা হইয়াছে, এই ডিপ্লোমা কৃষিবিদদেরকে বিসিএস (কৃষি) ক্যাডার পদে পদোন্নতির কোটা ৩৩ % করিতে হইবে যাহা বর্তমানে ২০% রহিয়াছে।

কৃষি ডিপ্লোমা কোর্সের সাথে এই দুই ধরনের কোর্স চালু হইলে বাস্তবে সরাসরি তিন বৎসরের কোর্সে কেহ ভর্তি হইতে ইচ্ছুক হইবে না। সামগ্রিক সুযোগ-সুবিধার জন্য দ্বিতীয় পথ বাছিয়া নিবে। দ্বিতীয় পদ্ধতিটি একাডেমিক শিক্ষার বদলে গতানুগতিক বিভাগীয় প্রশিক্ষণের পর্যায়েই থাকিয়া যাইবে। এই ধরনের জোড়াতালির কৃষি ডিপ্লোমা কোর্সের মাধ্যমে প্রকৃত পক্ষে ডিপ্লোমাধারীদের শিক্ষাগত ও গুণগত মান বৃদ্ধি পাইবে না বরং প্রার্থী নির্বাচন ক্ষেত্রে ও চাকুরী ক্ষেত্রে আরও জটিলতার সৃষ্টি হইবে।

আমরা চাই বাংলাদেশ টেকনিক্যাল এডুকেশন বোর্ডের সমপর্যায়ের একটি এগ্রিকালচার এডুকেশন বোর্ড গঠন করে তার অধীনে একটানা তিন বছর মেয়াদী পূর্ণাঙ্গ কৃষি ডিপ্লোমা কোর্স চালু করা হোক—যে কোর্সে সম্পূর্ণরূপে মেধার ভিত্তিতে ছাত্র ভর্তি করা হইবে। ডিপ্লোমা ইঞ্জিয়ারের মত ষ্টাইপেণ্ড বা চাকুরীর কোন নিশ্চয়তা থাকিবে না। প্রয়োজনীয় প্রতিযোগিতার

(২-এর পাতায় দেখুন)

### চিঠিপত্র

(৪র্থ পাতার পর)

মাধ্যমে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের মত একই মর্যাদা নিয়ে বিভিন্ন দপ্তরে চাকুরী গ্রহণ করিবেন। বর্তমানে যে সমস্ত দুই বৎসরের সার্টিফিকেট প্রাপ্ত মাঠকর্মী আছেন তাহারা পর্যায়ক্রমে প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী ষ্টাডি লিভ নিয়া যোগ্যতার ভিত্তিতে তৃতীয় বৎসরের কোর্সে ভর্তি হইবেন এবং পাস করিয়া ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত হইবেন। এইভাবে প্রাপ্ত কৃষি ডিপ্লোমাধারিগণ সকলক্ষেত্রে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের মত একই ধরনের সুযোগ সুবিধা পাইবেন। আমরা মনে করি সামগ্রিক জটিলতা অবসানের ইহাই উত্তম পথ।

এ ব্যাপারে আমরা কৃষি মন্ত্রণালয় ও মহামান্য রাষ্ট্রপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

কৃষিবিদ মোঃ রফিকুল ইসলাম মোল্লা
মহাসচিব
বাংলাদেশ কৃষিবিদ ইন্সটিটিউট।